রাজশাহী বিশ^বিদ্যালয়

বিদেশি শিক্ষার্থী চেয়ে দূতাবাসগুলোয় চিঠি

মান না থাকায় ফিরে যাচ্ছেন অনেকেই :: কয়েক বছরে ভর্তি হয় ২৮ ফিরে গেছেন ৯ জনই :: পাঠদানের পদ্ধতিতে নেই ইংরেজি :: আধুনিক সুবিধা নেই ডরমিটরিতে

রাজশাহী ব্যুরো

২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩
১২:০০ এএম | আপডেট:
২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩
১২:০৪ এএম

advertisement

অনুকূল সুযোগসুবিধা না পাওয়ায় পড়াশোনা শেষের আগেই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়ছেন অনেক বিদেশি শিক্ষার্থী। গত কয়েক বছরে ভর্তি হওয়া ২৮ বিদেশির মধ্যে ৯ জন কোর্স শেষের আগে দেশে ফিরে গেছেন। নতুন শিক্ষাবর্ষেও কোনো বিদেশি শিক্ষার্থী আসেননি। এমন পরিস্থিতিতে ঢাকায় অবস্থিত কয়েকটি দেশের দূতাবাসে চিঠি দিয়েছে বিশ^বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এসব চিঠিতে বিদেশি শিক্ষার্থীদের নানা সুযোগ সুবিধার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

দূতাবাসে চিঠি দেওয়ার কথা নিশ্চিত করেছেন বিশ^বিদ্যালয়ের ভর্তি কমিটির সদস্য সচিব ও একাডেমিক শাখা ১-এর উপরেজিস্ট্রার এএইচএম আসলাম হোসেন। তিনি আমাদের সময়কে বলেন, আমরা বিভিন্ন অ্যাম্বাসিতে যোগাযোগ করেছি, কথা বলেছি। তাদের শিক্ষার্থীদের কী কী

সুযোগসুবিধা দেওয়া হবে তা জানিয়ে মেইলও পাঠানো হয়েছে। করোনা পরিস্থিতি কেটে গেছে। আশা করছি, আগামী সেশনে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক বিদেশি শিক্ষার্থী পাওয়া যাবে।’

advertisement

একাডেমিক শাখার তথ্য অনুযায়ী, রাজশাহী বিশ^বিদ্যালয়ে প্রথম বিদেশি শিক্ষার্থী আসে ২০১৪-১৫ সালে। ওই বছর নেপালের দুই শিক্ষার্থী ভর্তির পরের বছরে এই সংখ্যা তিনে দাঁড়ায়। ২০১৭ সালে জর্ডান, সোমালিয়া ও নেপাল থেকে ভর্তি হন ১০ শিক্ষার্থী। ২০১৮ সালে নেপাল ও জর্ডান থেকে আট শিক্ষার্থী ভর্তি হন। তবে তাদের মধ্যে মাত্র একজন ছাড়া বাকিরা কোর্স শেষ না করেই ২০১৯ সালে ক্যাম্পাস ছাড়েন। এরপর ২০১৯-২০২০ সেশনে চারজন বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তি হন। পরের সেশনে বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তিতে ভাটা পড়ে। ওই বছর ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার এক শিক্ষার্থী ভর্তি হন। আর ২০২২ সালে ভারত থেকে এক শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য আবেদন করলেও পরে তা বাতিল করেন।

advertisement 4

রাজশাহী বিশ^বিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী জানান, এই ক্যাম্পাসে শিক্ষকরা বাংলা মিডিয়ামে পাঠদান করেন। আবার বিদেশি শিক্ষার্থীদের

আলাদাভাবে বাংলা ভাষা শেখানোও হয় না। এ ছাড়া অনার্স ও মাস্টার্স কোর্সগুলো নির্ধারিত সময়ে শেষ হয় না। ফলে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন তারা। এমনকি আবাসিক হলে শিক্ষার পরিবেশ নেই বলেও অভিযোগ তাদের। এসব কারণে এই শিক্ষার্থীরা অন্য বিদেশিদের আসতে নিরুৎসাহিত করেন।

২০১৭-১৮ সেশনে ভেটেরিনারি সায়েন্সেস অ্যান্ড অ্যানিমেল বিভাগে ভর্তি হন নেপালের সনি কুমার দাস। তিনি বলেন, ‘অ্যাপ্লিকেশনের সময় আমাদের বলা হয়ে থাকে, পড়াশোনার মাধ্যম হবে

ইংরেজি। কিন্তু এখানে এসে দেখি, লেকচারগুলো বাংলাতে হচ্ছে। আগে জানলে এখানে হয়তো ভর্তি হতাম না।' নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আরেক শিক্ষার্থী বলেন, 'চার বছরের কোর্স করার জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছি। কিন্তু চার বছর শেষ হলেও এখনো কোর্স শেষ হয়নি। যে বৃত্তি পেতাম, চার বছর পর সেটিও বন্ধ হয়ে গেছে। এ অবস্থায় আমাকে ঋণ করে পড়াশোনা চালাতে হচ্ছে। এ ছাড়া ডরমিটরিতেও পড়াশোনার ভালো পরিবেশ নেই।'

ডরমিটরির বাসিন্দা এমফিল গবেষক আব্দুল মজিদ অন্তর বলেন, 'আমাদের ডরমিটরিটি শুধু নামে আন্তর্জাতিক, বাস্তবে এখানে আন্তর্জাতিক মানের কোনো উপাদানই নেই। নেই কোনো কম্পিউটার ল্যাব। এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের জন্য ইন্টারনেট সুবিধা পর্যন্ত নেই। নিজেদের খরচে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে হয়। বিষয়গুলো নিয়ে একাধিকবার ওয়ার্ডেনের সঙ্গে কথা বলেছি। কিন্তু সমাধান হয়নি।' তবে শিক্ষার্থীদের সর্বোচ্চ সুযোগসুবিধা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন শহীদ মীর আব্দুল কাইয়ূম ইন্টারন্যাশনাল ডরমিটরির ওয়ার্ডেন (তত্ত্বাবধায়ক) অধ্যাপক আতাউর রহমান রাজু।

বিশ^বিদ্যালয়ের সর্বজনীনতা ধরে রাখতে বিদেশি শিক্ষার্থীর অপরিহার্য বলে মনে করেন পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সালেহ হাসান নকিব। বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তির সময় তাদের মান বিবেচনায় রাখার ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, 'আমাদের দেশ থেকে যেসব শিক্ষার্থী বিদেশে পড়তে যায়, তারা মোটামুটি সবাই ক্লাসের ভালো শিক্ষার্থী। আমাদের বিদেশি শিক্ষার্থী দরকার কিন্তু ভর্তির সময় শিক্ষার্থীর মান বিবেচনার প্রয়োজন আছে।'

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক মো. সুলতান-উল-ইসলাম বলেন, 'রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশি শিক্ষার্থীর মধ্যে অধিকাংশই সোমালিয়ান। তারা বাংলা বুঝতে পারে না। ইংরেজিতেও দুর্বল। আবার আমাদের শিক্ষকরাও বাংলায় ক্লাস লেকচার দেন। ফলে শিক্ষার্থীদের এখানে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। এ ছাড়া আমাদের ডরমিটরিতেও কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। তবে আমরা এসব সমস্যা সমাধানে কাজ করছি।'